তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৬

**ডব্লিউসিআইটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জন করলো বাংলাদেশ**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

দেশে তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র এবং আইসিটিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ অর্জন করেছে উইটসা গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯। পাঁচটি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সম্মাননা চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভ্যানের কারেন ডেমিরচান কমপ্লেক্সে তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি’র (ডব্লিউসিআিইটি) ২১তম আয়োজনের অ্যাওয়ার্ড নাইটে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের নিকট অ্যাওয়ার্ডটি হস্তান্তর করেন উইটসার চেয়ারম্যান ইভোন চু । এ সময় হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের (বিএইচটিপিএ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বিসিএস সভাপতি মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্ল্ড আইটি সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (উইটসা) প্রতিবছর এই সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিশ্ব সংগঠন উইটসা এর গর্বিত সদস্য। বিসিএস বাংলাদেশ থেকে এ সম্মাননার জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নাম প্রস্তাব করে।

অ্যাওয়ার্ড অর্জন সম্পর্কে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই অর্জন তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার স্বীকৃতি। হাই-টেক পার্কের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগের পথ সহজ হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া উইটসার ২১তম সম্মেলন ডব্লিউসিআইটিতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৩৭ সদস্যের একটি দল অংশগ্রহণ করেছে।

#

শহিদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২২৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৫

**জাপানের মন্ত্রী এবং জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর বৈঠক**

ঢাকা, ২৪ আশি^ন (৯ অক্টোবর) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ আজ জাপানে সে দেশের মিনিস্ট্রি অভ্ জাস্টিসের মন্ত্রী কাৎসুইউকি কাওয়াইকের সাথে তাঁর কার্যালয়ে বৈঠক করেছেন।

বৈঠকে মন্ত্রী জাপানের মন্ত্রীকে বিশেষায়িত দক্ষ কর্মী নেয়ার বিষয়ে পরীক্ষা দ্রুত আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করেন। জাপানের মন্ত্রী বিষয়টি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

এর পরে বিকালে জাইকা অফিসে জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজুহিকো কোশিকাওয়ার সাথে মন্ত্রী বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশে জাপান-বাংলাদেশ ল্যাংগুয়েজ সেন্টার স্থাপন ও যৌথভাবে অন্যান্য টিটিসিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। জাইকা কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানান।

বৈঠক দু’টিতে জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা, মন্ত্রীর একান্ত সচিব আহমদ কবীর এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদুজ্জামান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৪

দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে

--- অর্থমন্ত্রী

ঢাকা, ২৪ আশি^ন (৯ অক্টোবর) :

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচক অনুসারে দ্রুততম সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর ২০১৯ ডেভেলপমেন্ট আউটলুক অনুসারে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪৫টি দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। স্পেক্টেটর ইনডেক্স ২০১৯ অনুযায়ী গত ১০ বছরে মোট ২৬টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক রাষ্ট্রদূত আতাউর রহমান খান কাওসারের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল আয়োজিত আলোচনা সভায় অর্থমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আতাউর রহমান খান কায়সার একজন অকুতোভয়, নিবেদিতপ্রাণ, প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতি সেবক ও কবি ছিলেন। চট্টগ্রামে সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে তাঁর প্রশংসনীয় বিচরণ ছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সাংস্কৃতিক কর্মকা-ে তাঁর অবদান ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৩

**শেখ হাসিনার লেখকসত্তাও গভীর গবেষণার দাবি রাখে**

**--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশি^ন (৯ অক্টোবর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা যতটা আলোচিত হয়েছেন, লেখক শেখ হাসিনাও ততটা আলোচনার দাবিদার। তাঁর সংগ্রামী জীবন ও রাজনীতি যেমন গবেষণার বিষয়, তেমনি তাঁর লেখকসত্তাও গভীর গবেষণার দাবি রাখে। তাঁর রচনায় তিনি সহজ-সরল ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন অনেক গভীর-গহন কথন। যে মমতায় তিনি বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন সেই একই মমতার ঘ্রাণ তাঁর লেখার অক্ষরেও ফুটে ওঠে অনায়াসে। সে লেখা পাঠ করে যে কোনো পাঠক প্রাণিত হবে বাঙালি জাতির প্রগতিশীল সংগ্রামে ও সংকল্পে শামিল হতে। শেখ হাসিনা রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলি বাঙালি পাঠকের কাছে যেমন বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে তেমনি বহির্বিশ্বেও উপস্থাপিত হয়েছে সমান গুরুত্বে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত ‘লেখক শেখ হাসিনা’ শীর্ষক আলোচনা সভা এবং শেখ হাসিনা রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরলস সংগ্রামের পাশাপাশি এ দেশের সাংস্কৃতিক জাগরণেও শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। শিক্ষা জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী আর তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও রয়েছে সাহিত্যের নিবিড় প্রভাব। তিনি বলেন, আমাদের লেখক-সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিজনের যে কোনো প্রয়োজনে ও দুর্যোগে তিনি পাশে দাঁড়ান। তাঁর প্রেরণাতেই সরকার সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বরেণ্য সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিসেবীদের বাস্তুভিটা এবং স্মৃতিময় স্থানসমূহ সংরক্ষণ করে চলেছে। তিনি যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তাঁর আপন ভুবন মনে করেন তেমনি এ দেশের কবি-লেখক-শিল্পীরাও শেখ হাসিনাকে তাঁদের আপনজন হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় বহু কবিতা, কথাসাহিত্য ও অন্যান্য রচনায় শেখ হাসিনা ভাস্বর হয়েছেন অনন্য উচ্চতায়।

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল। আলোচনা সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশিত হয়।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬২

**সত্যপ্রিয় মহাথেরোর মহাসংঘদান, পেটিকাবদ্ধ ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠিত**

কক্সবাজার, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অন্যতম ধর্মীয় গুরু, একুশে পদকপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি, রামু কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহারের অধ্যক্ষ উপসংঘরাজ প্রয়াত পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথেরোর মহাসংঘদান, পেটিকাবদ্ধ ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান আজ রামু কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে বিহার প্রাঙ্গণে মহাসংঘদান অষ্টপরিষ্কার দান, ধর্মসভা, অতিথি ভোজন, স্মৃতিচারণ, প্রয়াত পণ্ডিত মহাথেরোর নির্বাণসুখ ও বিশ^শান্তি কামনায় প্রার্থনা-সহ দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। তিনি বলেন, সত্যপ্রিয় মহাথেরো বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার উপসংঘরাজ ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৬৯ বছর ভিক্ষু জীবন কাটিয়েছেন। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে অবদানের জন্য তিনি একুশে পদক পেয়েছেন। তার মৃত্যু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

বাংলাদেশ সংঘরাজ, ভিক্ষু মহাসভার উপসংঘরাজ ড. জ্ঞানশ্রী মহাথেরো এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, সংসদ সদস্য আলহাজ¦ সাইমুম সরওয়ার কমল ও আশেক উল্ল্যাহ রফিক, সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য কানিজ ফাতেমা আহমদ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেন, পুলিশ সুপার এবিএম মাসুদ হোসেন, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্ত ভূষণ বড়–য়া, উপজেলা চেয়ারম্যান সোহেল সরওয়ার কাজল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রণয় চাকমা প্রমুখ। এছাড়াও দেশবরেণ্যে প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৩ অক্টোবর দিবাগত রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ^বিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প-িত সত্যপ্রিয় মহাথেরো শেষ নিঃশ^াস ত্যাগ করেন।

#

নাছির/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬১

**কমনওয়েল্থ বাণিজ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দিতে বাণিজ্যমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ৯ ও ১০ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী কমনওয়েল্থভুক্ত দেশসমূহের বাণিজ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দিতে লন্ডনের উদ্দেশে গতকাল রাতে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। যুক্তরাজ্যের সেক্রেটারি অভ্ স্টেট ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর আমন্ত্রণে মন্ত্রী এ সম্মেলনে যোগদান করছেন।

এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো কমনওয়েল্থভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে কমনওয়েল্থভুক্ত দেশসমূহের বাণিজ্য দুই ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা। এ উদ্দেশ্য সফল করতে গঠিত ৫টি ক্লাস্টারের মধ্যে বিজনেস টু বিজনেস কানেকটিভিটি ক্লাস্টারে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এ ক্লাস্টারের মূল ফোকাস কমনওয়েল্থভুক্ত দেশসমূহের বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্প্রসারণ করা। এর মাধ্যমে কমনওয়েল্থভুক্ত দেশসমূহের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও জীবন মান উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে।

#

বকসী/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬০

**জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার অপব্যবহার হচ্ছে**

**-- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, জমি অধিগ্রহণে তিন গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি সরকারের অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গণমুখী উদ্যোগ হলেও এর অপব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কোনো এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণের খবর পেলেই কিছু অসাধু চক্র যোগসাজশ করে ওই এলাকার জমি কিনে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। ফলে জমি অধিগ্রহণে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতেও খারাপ প্রভাব পড়ছে। এ ছাড়া প্রকৃত মালিকরা বঞ্চিত হয়।

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রী তাঁর নিজ দপ্তরে ভূমি জরিপ ও ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত পৃথক দু’টি সফটওয়্যার সিস্টেমের অগ্রগতি উপস্থাপন (প্রেজেন্টেশন) পর্যবেক্ষণ করার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে এসব কথা বলেন। ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জরিপ সম্পর্কিত এপ্লিকেশনে একই সিস্টেমে ম্যাপ ও খতিয়ান দেখা যাবে। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সিস্টেমে জমির মালিক নিজ একাউন্ট থেকে ফাইল ট্র্যাকিং করতে পারবেন। ফলে, অধিগ্রহণের পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, এই অপকর্ম রোধ করতে ‘জমির মালিকানার সময়কাল’ ও ‘বসতবাড়ির ভূমির আয়তন নির্ধারণ’-সহ আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করা হচ্ছে। প্রকৃত মালিকদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো এবং অর্থের অপব্যয় রোধ করতেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রী এ সময় আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামীকাল হতে ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২ চালু হলে জনভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবদুল হক, আনিস মাহমুদ ও আতাউর রহমান, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ঢাকার জেলা-প্রশাসক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান-সহ এপ্লিকেশন ডিজাইনে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ভেন্ডরের প্রতিনিধি।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫৯

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে রবি, কোটস এবং লাফার্জ হোলসিমের লভ্যাংশ প্রদান**

ঢাকা, ২৪ আশি^ন (৯ অক্টোবর) :

মোবাইল কোম্পানি রবি অজিয়াটা লিমিটেড, সুইং থ্রেড কোম্পানি কোটস এবং সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোম্পানি লাফার্জ হোলসিম গত এক বছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশের ২ কোটি ৮৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা দিয়েছে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে কোম্পানি তিনটির প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ কোম্পানির পক্ষে লভ্যাংশের এই চেক হস্তান্তর করেন।

মোবাইল কোম্পানি রবি এজিয়াটা লিমিটেডের পক্ষে কোম্পানির প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ ফয়সাল ইমতিয়াজ খান তাদের গত এক বছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ এক কোটি ৩৩ লাখ ৯৮ হাজার ৩১০ টাকার চেক প্রদান করেন। সুইং থ্রেড কোম্পানি কোটস এর মানবসম্পদ পরিচালক মননিতা তাদের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ৮৩ লাখ ৩৯ হাজার ৫২৮ টাকার চেক এবং লাফার্জ হোলসিম এর মানবসম্পদ পরিচালক কাজী মিজানুর রহমান তাদের কোম্পানির গত এক বছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ৬৭ লাখ ৩৯ হাজার ৪৩ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির নিট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের এক দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি এবং বহুজাতিক মিলে ১৪৬ টি কোম্পানি এ তহবিলে অর্থ প্রদান করছে। এ তহবিলে আজ পর্যন্ত জমার পরিমাণ প্রায় ৩শ’ ৮৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। অন্যদিকে এ তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রায় সাড়ে দশ হাজার শ্রমিককে প্রায় ৩২ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. রেজাউল হক, কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক ড. আনিসুল আওয়াল এবং রবি, কোটস এবং লাফার্জ হোলসিমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫৮

**১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ ডিটিএইচ সংযোগ**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সকল অবৈধ ডিটিএইচ সংযোগ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

আজ দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে টেলিভিশন শিল্পী, কলা-কুশলী, নাট্যকার, অনুষ্ঠান নির্মাতাদের সম্মিলিত সংগঠন এফটিপিও (ফেডারেশন অভ্ টেলিভিশন প্রফেশনালস অর্গানাইজেশনস)-এর সাথে মতবিনিময় শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদেরকে এ সিদ্ধান্ত জানান। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব আবদুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব নূরুল করিম এবং এফটিপিও আহ্বায়ক মামুনুর রশীদ-সহ প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির ডিটিএইচ অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়। বিদেশি কোনো ডিটিএইচ কোম্পানিকে এখানে ডিটিএইচ যন্ত্র বসিয়ে সম্প্রচারের অনুমোদন দেয়া হয়নি। সুতরাং বিদেশি যে সমস্ত ডিটিএইচ যারা ব্যবহার করছেন বা যাদের মাধ্যমে ব্যবহার করছেন, পুরোটাই অবৈধ।’

‘বাংলাদেশে কয়েক লাখ বিদেশি ডিটিএইচ সিস্টেম বিভিন্ন জায়গা লাগানো হয়েছে’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, শুধু শহরে নয় গ্রামেও লাগানো হয়েছে যা সম্পূর্ণ অবৈধ। এটা বিদেশ থেকে কেনা হয়, বাংলাদেশের টাকা হুন্ডির মাধ্যমে যায়। এগুলো যারা ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে এক বছরের টাকা নিয়ে নেয়া হয়। কোম্পানি তো বিদেশি, মাসে মাসে নেয়া কঠিন, এজন্য এক বছরের টাকা নিয়ে সেগুলো আবার হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়। এভাবে দেশের সাতশ’ থেকে আটশ’ কোটি টাকার বেশি বিদেশে পাচার হয়। এটি চলতে দেয়া যায় না, এটি সমীচীন নয়।’

মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি, ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। সমস্ত অবৈধ বিদেশি ডিটিএইচ যন্ত্র ব্যবহার এর মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবো। কেব্ল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার জন্য যেভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে, একইভাবে ১৫ ডিসেম্বরের পরে অবৈধ বিদেশি ডিটিএইচ কেউ যদি ব্যবহার করে, তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

এফটিপিও আহ্বায়ক মামুনুর রশীদ সভায় বাংলায় ডাবিং করা বিদেশি সিরিয়াল অনুমোদনের জন্য একটি কমিটি গঠন এবং এ ধরনের সিরিয়াল অফ-পিক আওয়ারে সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়ার ওপর জোর দেন।

এফটিপিও প্রতিনিধিদের মধ্যে ডিরেক্টর’স গিল্ডের সভাপতি সালাহউদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক এস এ হক অলিক, অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি শহিদুজ্জামান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব নাসিম, টেলিভিশন নাট্যকার সংঘের সভাপতি মাসুম রেজা, সাধারণ সম্পাদক এজাজ মুন্না এবং টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রডিউসার এসোসিয়েশনের সভাপতি মুনতাসির মামুন সাজু মতবিনিময়ে অংশ নেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫৭

মেরিটাইম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের জন্য ২৫ প্রশিক্ষণার্থীর চীনে গমন

**বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ¦ল করতে হবে**

**--- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব**

ঢাকা, ২৪ আশি^ন (৯ অক্টোবর) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং চীনের জিয়াংসু মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় মেরিটাইম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ থেকে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী চীনে যাচ্ছে। চীন সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা চার বছর মেয়াদি এই কোর্সের তিন বছর চীনের জিয়াংসু মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে সম্পন্ন করবে।

এ উপলক্ষে আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা বলেন, দেশে-বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ¦ল করতে হবে। সেই সাথে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে শুভেচ্ছা দূতের মতো কাজ করতে হবে।

দক্ষ কর্মী তৈরিতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে সচিব বলেন, বর্তমান সরকার দেশে-বিদেশে যে উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরি করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করবে ।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরো (বিএমইটি) এর মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শেখ রফিকুল ইসলাম, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ সারোয়ার আলম, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর পরিচালক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫৬

**ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা সফল হবে না**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যাকাণ্ডে দোষীদের দৃষ্ঠান্তমূলক শাস্তি হবে। একইসাথে এ মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

আজ দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে টেলিভিশন শিল্পী, কলা-কুশলী, নাট্যকার, অনুষ্ঠান নির্মাতাদের সম্মিলিত সংগঠন এফটিপিও (ফেডারেশন অভ টেলিভিশন প্রফেশনালস অর্গানাইজেশনস)-এর সাথে মতবিনিময় শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্যসচিব আবদুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব নূরুল করিম এবং এফটিপিও আহ্বায়ক মামুনুর রশীদ-সহ প্রতিনিধিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘প্রথমত এ হত্যাকাণ্ড প্রচণ্ড ন্যাক্কারজনক, অনভিপ্রেত। সরকার প্রথম থেকেই এটির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় শুরুতেই কেউ দাবি তোলার আগেই সন্দেহভাজন সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যারা এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হবে তারা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়, সেজন্য সরকার বদ্ধপরিকর।’

‘দেশে অবশ্যই ভিন্নমত থাকবে, ভিন্নমত ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক সমাজ হতে পারে না’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘ভিন্নমত থাকবে, সমালোচনাও থাকবে। সমালোচনার জবাব সমালোচনার মাধ্যমে হয়। ভিন্নমতের জবাব নিজের মত প্রকাশের মাধ্যমে হয়। ভিন্নমতের জবাব কোনোভাবেই আক্রমণ করে হতে পারে না। এটি আমাদের সরকার সমর্থন করে না, আমাদের দলও সমর্থন করে না। এজন্য এটির সাথে প্রাথমিকভাবে যাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে, ইতোমধ্যে ছাত্রলীগ তাদের বহিষ্কার করেছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়, সেজন্য সরকার বদ্ধপরিকর।’

হত্যাকাণ্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানোর বিষয়ে সাংবাদিকরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ‘আমরা দেখেছি দেশে কোনো ঘটনা ঘটলে একটি মহল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করে। এখনও সেই চেষ্টা হচ্ছে। কেউ এই ঘটনাকে পুঁজি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করবে সেটি হতে দেয়া যাবে না।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সঠিক তথ্য প্রচার করবে এবং এই ঘটনার নিন্দাও হবে, নিন্দা হওয়া উচিত। কিন্তু এই ঘটনাকে পুঁজি করে অপপ্রচার করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। অতীতেও যারা এভাবে অপপ্রচার করেছে, এ ধরনের কিছু ছড়িয়েছে সেটির বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও কেউ যদি ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায় সে চেষ্টা সফল হবে না।’

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫৫

**দুর্যোগ মোকাবিলায় মহড়া সহায়ক**

**--- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশি^ন (৯ অক্টোবর) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণকে সচেতন করতে এবং পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে মহড়া সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁয়ে পঙ্গু হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে ভূমিকম্প ও অগ্নিকা-ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আয়োজিত মহড়ায় এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ্ কামাল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ও বজ্রপাত অন্যতম। আগাম সতর্কবার্তা এসব দুর্যোগের ঝুঁকি বা জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারে। তিনি বলেন, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলকভাবে অনেক হ্রাস পেয়েছে। কারণ সরকার দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বিশ্বের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে তা সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে দুর্যোগে ববহারের জন্য সরবরাহ করেছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জাপান সরকার ও জাইকার টেকনিক্যাল সহযোগিতায় বাংলাদেশ অচিরেই ভূমিকম্প সহনীয় দেশে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যে জাপানের সাথে শীঘ্রই এমওইউ স্বাক্ষরিত হবে।

#

সেলিম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫৪

স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিচের বিজ্ঞপ্তিটি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মূল বার্তা:

‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০১৯’ বাস্তবায়ন

‘ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ৯ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন দেশব্যাপী ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ করা হয়েছে’।

#

রুজিনা/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০১৯/ ১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫৩

**বিবিবি অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুক্তরাজ্য গেছেন শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন ( ৯ অক্টোবর) :

বার্মিংহামে অনুষ্ঠেয় ‘তৃতীয় বিট্রিশ বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ২০১৯’ প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আজ সকালে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন । আগামীকাল বার্মিংহামের হকলে সার্কাস রোডে অবস্থিত বিংলে হলে এ পুরস্কার বিতরণ করা হবে। এতে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিট্রিশ বাংলাদেশিদের সংগঠন দেশ ফাউন্ডেশন ইউকে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করছে। যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের বিভিন্ন অর্জন এবং ব্রিটিশ অর্থনীতিতে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৫ সালে এ পুরস্কার চালু করা হয়। সেই বছর প্রথমবারের মত আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন উপস্থিত ছিলেন। এবার তৃতীয়বারের মত এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্থ সামাজিক অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরবেন। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নসহ বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করবেন।

১১ অক্টোবর লন্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের চ্যান্সেরি ভবনে ব্যবসায়ীদের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সংলাপে অংশ নেবেন শিল্পমন্ত্রী।

১৩ অক্টোবর তাঁর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

#

জলিল/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০১৯/১৬২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫২

লাকসামে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

**ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে**

লাকসাম (কুমিল্লা), ২৪ আশ্বিন ( ৯ অক্টোবর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে দেশের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের মাঝে কোনো ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ থাকবে না।

গতকাল কুমিল্লার লাকসামে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর বিসর্জন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ নিরাপদে বাস করছে। শেখ হাসিনার সরকার সকল ধর্মের মানুষকে সমান সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। বাংলাদেশ একটি সম্প্রীতির দেশ।

লাকসাম পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডা. শচীন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসক আবুল ফজল মীর, কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

#

মাহমুদুল হাসান/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০১৯/ ১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫১

**বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস’উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৯’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এবারের প্রতিপাদ্য -‘মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ’ (Mental Health Promotion and Suicide Prevention) যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে, যা ছিল মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অগ্রগতিতে একটি মাইলফলক। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার মানসিক স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং আপামর জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করাসহ এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আমি সাইকিয়াট্রিস্ট, স্কুল সাইকোলজিস্ট, এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার ও ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারসহ সকল মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের আত্মতহ্যা রোধে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করব।

আমার প্রত্যাশা, দেশের প্রতিটি নাগরিক মাদকাসক্তি, মানসিক চাপ এবং আত্মহত্যা-ভাবনা পরিহার করে সুস্থ শরীর ও মন নিয়ে দেশের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবে।

আমি‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৫০

**বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন (৯ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করছেনে :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৯’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে আত্মহত্যা করে প্রায় আট লাখ মানুষ। আত্মহত্যা-জনিত মৃত্যুর অধিকাংশই প্রতিরোধযোগ্য। অধিকাংশ ব্যক্তিই আত্মহত্যার সময় কোন না কোন মানসিক রোগে আক্রান্ত থাকেন। সাধারণত সেটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা মানসিক রোগ নিশ্চিত হলেও যথাযথ চিকিৎসা করা হয় না বলেই আত্মহত্যা বেড়ে যাচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মহত্যার এ হার কমিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে করি। তাই এ বছর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ‘মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ’ (Mental Health Promotion and Suicide Prevention) এ প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মানসিক রোগ প্রতিরোধে মনের যত্ন নেওয়া আবশ্যক। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা অন্য সাধারণ রোগীর চেয়ে ভিন্ন ধারার এবং চিকিৎসার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সমর্থনও এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে মাদকাসক্তি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, নগরায়ণসহ পারিবারিক ও সামাজিক নানা অস্থিরতা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। জনগণের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য রোগের মতো মানসিক রোগেরও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই ঝাঁড়ফুক বা অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি পরিহারে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। আগামী প্রজন্মকে মানসিকভাবে সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলে একটি স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১০০০ ঘণ্টা